যোগ্যতা লাভ করে না। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান-সাধক "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকারে স্বরূপের সহিত জীবের অভেদ ভাবনা করিতে করিতে যখন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও অহঙ্কার তত্ত্বরূপ আবরণ সকল ভেদ করিল, তখন সেই সাধকের অহং তত্ত্বোপাধি অহমিকা ডুবিয়া যাওয়াতে জ্ঞাতার অভাবজন্য জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই দুইটি উপাধিও বিলুপ্ত হইয়া গেল। অতএব জ্ঞান তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপ তিনটি উপাধি-শূন্য হওয়ায় নিরঞ্জন অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এস্থলে জ্ঞান শব্দের বোধমাত্র অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ "জ্ঞান" এই পদটি করণ ও ভাব দুই বাচ্যেই নিষ্পন্ন হয়। করণবাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে জ্ঞান শব্দের অর্থ সাধন। ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা। এস্থলে জানা অর্থটিই বুঝিতে হইবে। অহঙ্কার তত্ত্বের অহমিকা বিলুপ্ত হইলে জ্ঞান-সাধকের সাধন করিবার অর্থাৎ অহংপদের সহিত ব্রহ্মপদের অভেদ ভাবনা করিবার ক্ষমতা থাকিল না, যেহেতু তাহার মায়াময় অহমিকা বিলুপ্ত হইয়াছে। অতএব "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? অথচ অহমিকা নাশ হইলেও মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি এই দুইটি আবরণ সম্মুখে থাকিয়া গেল। এই দুইটি আবরণ অতিক্রম করিতে না পারিলে অব্যবধান ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে না। সেই অভিপ্রায়েই অর্থাৎ অব্যবধান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্যই পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগে আরাধিত শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই সাধন-শক্তিশূন্য জ্ঞান-সাধকের মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি এই দুইটি আবরণে নিবৃত্তি হইয়া অব্যবধানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব যে জ্ঞান-সাধক শ্রীহরিতে ভক্তিবর্জিত হইয়া জ্ঞানসাধন করেন, তাহাতে শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হয় না বলিয়া অব্যবধান ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে না। ভক্তিহীন জ্ঞানেরই যদি এই দুরবস্থা, তাহা হইলে যে কাম্যকর্ম্ম সাধনকালে ও সাধ্য-কালে অর্থাৎ ফলকালে দুঃখময়, সেই কর্ম্ম যদি শ্রীভগবানে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্ম কেমন করিয়া শোভা পাইতে পারে? যেহেতু ঐ কাম্য ও নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মই শ্রীভগবদ্বহির্মুখতা দোষে দুষ্ট বলিয়া চিত্ত শোধন করিতে অসমর্থ; অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিতে অসমর্থ। এই অভিপ্রায়ে একাদশ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেৎ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥

হে উদ্ধব! ভক্তিবিনা চিত্তশুদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? ভগবৎ-